একজন সফল উদ্যোক্তার পরিবর্তনের গল্প

মোছাঃ চামেলী খাতুন সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার শিমূলদাইড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। বাবার সংসারে তেমন কোন স্বচ্ছলতা ছিল না। সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের বেকার যুবক মোঃ আখতার হোসেনের সাথে ১৯৯৫ সালে তার বিবাহ হয়। বিবাহের পর চামেলী চলে আসেন সিরাজগঞ্জ জেলা সদরে। চামেলীর গহনা বিক্রির টাকার স্বামী ফুটপাতে বসে শুরু করেন কাঁটা কাপড়ের ব্যবসা। আরও টাকার প্রয়োজন হওয়ায় চামেলী ২০০৩ সালে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি সিরাজগঞ্জ শহর শাখার সদস্য হন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এনডিপি থেকে ৬০০০০ টাকা ঋণ নিয়ে চামেলী শুরু করেন তাঁতে তৈরী লুঙ্গির ব্যবসা। বেজগাঁতী বাজারে ২০ টি তাঁত ইজারা নেন। তিনিই সুতা দেন আবার তৈরী লুঙ্গি তিনিই বিক্রি করেন। আস্তে আস্তে চামেলীর তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তার পণ্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে। পন্য চাহিদার সাথে সরবরাহ পেরে উঠছিল না তাই চামেলী চিন্তা করতে থাকেন উৎপাদন কী ভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায়।

২০১০ সালে চামেলী পাওয়ারলুম ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে তাঁর মালিকানাধীন ২৮ টি পাওয়ারলুম চালু আছে। আরও ১০টি পাওয়ারলুম স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। তাদের একমাত্র কন্যা আতিকা আযম চৈতী সিরাজগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যয়নরত। ভবিষ্যতে সে সফ্টঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। বর্তমানে তাদের ৪ টি ফ্যাক্টরীতে ৯৭ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন। চামেলীকে দেখে অত্র এলাকার অনেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তারাও বিভিন্ন ভাবে ছোট ও মাঝারী আকারের টুইস্টিং মিল ও জরি সুতার কারখানা গড়ে তুলেছেন। এসব কারখানা মূলতঃ নারী শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। চামেলী একজন জয়িতা নারী।